16 FEB

শিক্ষার একাল-সেকাল

পড়তাম সিলেটের বিখ্যাত মুরারি চাঁদ বা এমসি কলেজে। সেটা ছিল এমন এক সময় যখন শিক্ষকেরা এত জ্ঞানী ছিলেন যে, আমাদের মাঝে ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়নি। তাঁরা ক্লাসে যা পড়াতেন, তার রেফারেন্স দিতেন। ভালো ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে সব শিক্ষকই ভালোবাসতেন।

শুধু আমাকে নয়, তাঁরা সব ছাত্রকেই ভালোবাসতেন। আমরা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সঙ্গে একই হলে থাকতাম। তখন ছাত্রদের মধ্যে বড়দের মান্য করার প্রবণতা ছিল। দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদে হলে তেমন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত না। কলেজের প্রাকৃতিক দৃশ্যও ছিল অপূর্ব, চারদিক পাহাড় বা গাছগাছালিতে ঘেরা।

কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমরা শিক্ষকদের সঙ্গে অংশ নিতাম। শিক্ষকদের পরিবারবর্গও আমাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক থাকতেন। আজকের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে যখন এই পরিস্থিতি মেলাই, তখন সত্যিই অবাক না হয়ে পারি না। আমাদের এক জীবনে শিক্ষার পরিবেশের এত অবনমন হবে, তা কখনো ভাবতেও পারিনি।

আজ ছাত্র শিক্ষককে সম্মান করে না, শিক্ষক ছাত্রকে স্নেহ করেন না। শিক্ষা যেন অন্য যেকোনো পণ্যের মতো হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। ব্যাপারটা এভাবে চলতে পারে না। সময় বদলায়, তার সঙ্গে মানুষও। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপার কখনো বদলাতে পারে না। এটা আমাদের মাথায় রাখা উচিত।

রাধাকান্ত রায়, ঢাকা।